জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা বৈশাখ বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 16th April. 1958 | ৪৫শ সংখ্যা

২৬শে চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

বর্ষ বিদায় ও বর্ষ সংবর্দ্ধনা

—•—

সন ১৩৬৪ সাল তাহার কার্য্যকাল শেষ করিয়া সন ১৩৬৫ সালকে সমস্ত দুনিয়ার না হউক যেখানে যেখানে সন ও সাল প্রচলিত আছে ১লা বৈশাখ হইতে যেখানে বর্ষারম্ভ হয় সেই সেই স্থানের ভার দিয়া ৩৬৫ দিন আয়ুষ্মান ভোগ করিয়া মহাকালের সহিত মিলিত হইল। ১৩৬৪ যে সুখ সম্পদ দিয়া গেলেন তাহা মানবের দশা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নসীব মত বিলি বণ্টন হইয়া গিয়াছে। নূতন বর্ষ ১৩৬৫ মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। বর্ষাগমনের পূর্ব্বেই নূতন পঞ্জিকা নাম লইয়া ১লা বৈশাখের বহু পূর্ব্বে পঞ্জিকা ছাপা হইয়া থাকে। পঞ্জিকা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে জানিবার জন্য উৎসুক হয়—এবার রাজা মন্ত্রী কে কে হলো? শ্রীশ্রীশারদীয়া মহাপূজা কবে ইত্যাদি। এবার এক প্রকারের পঞ্জিকায় লেখা আছে শনি রাজা, কুজ (মঙ্গল) মন্ত্রী বহুদিন হইতে একটি প্রবাদ বাংলা দেশে প্রচলিত আছে—

শনি রাজা কুজো মন্ত্রী—
বেসুরো গাইয়ের সঙ্গে তালকাণা যন্ত্রী।

আমাদের ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। রাজা নাই রাষ্ট্রপতি আছেন। মন্ত্রী প্রধান ১জন আর রাজ্যের সবমন্ত্রী যোগ করলে না জানি কত হবে। আমাদের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রী ঠিকই আছে।

ভারত বর্ত্তমানে কংগ্রেস শাসিত। প্রায় দশ বৎসর এই শাসন ভোগ চলিয়াছে। এই আটত্রিশ কোটি মানবের দেশ ভারতে উচ্চ পদাধিষ্ঠিত শাসক বর্গের সঙ্গে ক'জনের দেখা হয়? অথচ সব ঠিক চলিতে চলিতে গত ১৩৬৪ সালে দেশের জীবন বীমার নিরাপত্তার জন্য চেষ্টা করে রাজশক্তি এই বিভাগের মধ্যে এক মহাবিপত্তি এনে ফেলেছেন মুন্দ্রা কোম্পানি নামক এক কোম্পানি গোষ্ঠীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া ফাটকা বাজিতে হিমসিম খাইয়া গিয়াছেন।

বাংলার বিচার বা আইন মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় রাজ্যময় দুর্নীতি দেখে আইন মন্ত্রী হ'য়ে বে-আইনী বা বিচার মন্ত্রী হ'য়ে অবিচার চালাইতে না পেরে ঘরের কেলেঙ্কারী আইন সভায় ফাঁস করিয়া দিয়া মন্ত্রীত্ব তোবা করিয়াছেন। এতে যেন শাসকগোষ্ঠীর হাসি হাসি মুখে ঠোঁট চাটিতে হইতেছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সব কেলেঙ্কারীর তদন্ত হওয়া উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন আবার পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী বিচার মন্ত্রীর সব ভিত্তিহীন বলিয়া তদন্তের দাবী যে শিথিল করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা বলি—তদন্ত হওয়ার দোষ কি?

"যার অঙ্গে আছে ঘা
সে আপনি কাড়ে রা।"

এ কথাটা খুব সত্যি। তদন্ত হইলে অনেকের অনেক গলদ বেড়িয়ে পড়বে। যদি বিচার মন্ত্রীর কথা মিছার ব্যাপার হয়—তবে তাঁরও বিধান তো সংবিধানে আছে। তদন্ত না ক'রে চাপা দিলে যত কেলেঙ্কারী ইতিপূর্ব্বে চাপা দেওয়া হয়েছে তাতে অযশই হবে। রাজ্যের মূল মন্ত্র "সত্যমেব জয়তে" যেন ক্ষুণ্ন না হয়। বাবা নব বর্ষ! ১৩৬৫! তোমারও মিয়াদ ৩৬৫ দিন। যেন একটা নাম রেখে যেতে পার। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে এই বৎসরটার নাম রেখে যাও। সত্যমেব জয়তে। বজায় থাক আমরা না খেয়ে মরি, তামাসা দেখে মরবো।

প্রধান মন্ত্রী জহরলালজীর জয় জয়কার হউক।

এ দেশ হ'তে উপাধি ব্যাধি নাকি দূর হ'য়েও আবার 'পদ্ম' যোগে বহু উপাধি ব্যাধি সংক্রমিত হইতেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে একটা উপাধি বর্ষণ করতে গিয়ে দাতার দল হতাশ হ'য়েছেন। তিনি বলেছেন আমি এই "সংবিধান বিগর্হিত উপাধি গ্রহণ করিব না।" প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চয় স্মরণ করতে পারেন। কে এক উপাধিগ্রস্ত টাকা আত্মসাৎ করে উপাধির লাঞ্ছনা করেছেন।

রাম রাজ্যের মহাবীরের দান

—•—

এক বেদে একটি বানরকে গলায় দড়ি দিয়া এবাড়ী ওবাড়ী নাচ করাইয়া চাউল পয়সা রোজগার করিত। বানরটী তাহার পূর্ব্ব পুরুষদের গুণ বর্ণন করিয়া নিজের এই অসহায় অবস্থার জন্য খেদ করিতেছে। হিন্দী কবি তাহা ছন্দে লিখিয়া গিয়াছেন—

কোই কুদ্‌কে সমুদ উতরা
কোই রামকা মিত।
কোই উথারা গিরি দরখত
কোই বাতায়া নীত।
ক্যা কহেঙ্গে রঘুবর কো
মেঁই নে কিয়া চোরী
সেই কুলমে জনম হামারা
বেদিয়া খিঁচে ডোরী।

অর্থ—আমারই পূর্ব্ব পুরুষগণের কেউ লাফ দিয়া সমুদ্র পার হয়েছেন (হনু)। কেহ রামের মিত্র ছিলেন (সুগ্রীব) কেহ রামচন্দ্রকে নীতি উপদেশ দিয়াছেন (জাম্বুবান) আমারও সেই কুলে জন্ম। আমি রঘুবরের কি অপরাধ বা চুরি করিয়াছি যে আজ বেদিয়া আমার গলায় রজ্জু দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

ভারত স্বাধীনতা পাইবার বহু পূর্ব্ব হইতে গাহিতেছে—

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতা রাম।

হিন্দু মুসলমান যাহাতে এই গান সমান ভাবে উপলব্ধি করেন সেই জন্য—

ঈশ্বর আল্লা তেরা নাম

সংযোগ করা হইয়াছিল।

গত ১৯৫৭ খৃঃ অব্দে এই সিকিউলার ষ্টেট ভারত এপ্রিল হইতে অক্টোবর ৭ মাসে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন ও অন্যান্য স্থানে এই রামানুচর মারুতির বংশধরগণকে চালান দিয়াছেন—১ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ৬১টি। তাহাদের মূল্য বাবদে ৮০ লক্ষ টাকা বিদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে।

সরকার এই আয়কর প্রাণী রক্ষার জন্য আইন

করবেন কবে—যে একটি হনুমান মারিলে আইন অনুসারে তার দণ্ড হইবে।

পারিতোষিক বিতরণ

গত ৩০শে চৈত্র রবিবার রঘুনাথগঞ্জ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। জঙ্গিপুর পৌরসভার সভাপতি শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন। বালিকাগণের আবৃত্তি ও সঙ্গীত বেশ সুন্দর হইয়াছিল। সভাশেষে ছাত্রী-গণকে মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

তামাদী আরজী

এ বৎসর জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের প্রথম কোর্টে ১৩৮ নম্বর ও দ্বিতীয় কোর্টে ৪১ নম্বর মোট ১৭৯ নম্বর তামাদী আরজী দাখিল হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় আরজীর সংখ্যা নিতান্ত কম।

চাষের বলদ চুরি

সুতী থানার অন্তর্গত হারোয়া গ্রামের আবদুর রকিব সেখের দুইটী ও আবদুল মজিদ সেখের একটি চাষের বলদ গত ২৭শে চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রে চুরি গিয়াছে! যদি কেহ বলদের খোঁজ পান তবে উক্ত গৃহস্থগণকে জানাইবেন।

অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি

কিছুদিন পূর্ব্বে সাগরদীঘি থানার পাটকেলডাঙ্গা ইউনিয়নের গৌরীপুর গ্রামে আগুন লাগায় ইয়ার মহম্মদ নামক একজন যুবক সস্ত্রীক পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ থানার দয়ারামপুর ইউনিয়নে লাড়ুখাকী গ্রামে আগুন লাগায় কতকগুলি গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী ও অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে বসন্ত রোগে বহু লোক ভুগিতেছে এবং অনেকের মৃত্যু হইতেছে। আমরা অতি প্রাচীন কাল হইতে ফলপ্রদ কতকগুলি বাংলা মুষ্টিযোগ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের হিতার্থে প্রকাশ করিলাম।

(১) আদা ও তুলসী পাতার রস ১ ঝিনুক খাইলে বসন্তের গুটী ঝাড়িয়া বাহির হয়।

(২) মেথি ভিজান জল খাইলেও বসন্ত ঝাড়িয়া বাহির হয়।

(৩) তেলাকুচা পাতার রস ও কাঁচা হলুদের রস মিশাইয়া খাইলেও বসন্ত সম্পূর্ণরূপে বাহির হয়।

(৪) শতমূলীর রস মাখনসহ সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে বসন্ত প্রকাশ্য ভাবে বাহির হয়।

(৫) দুই আনা ঘষা শ্বেত চন্দন অর্দ্ধ ছটাক হিঙ্কী (হেলেঞ্চা) রসের সহিত পান করিলে বসন্ত স্ফোটকগুলি বাহির হইয়া পড়ে।

(৬) বসন্ত গুটী বাহির হইয়া আবার বসিয়া গেলে কুলগাছের কচি ডগা বাঁটিয়া জলে গুলিয়া হস্ত দ্বারা ঐ জল সঞ্চালন করিলে অর্থাৎ নাড়া চাড়া করিলে জলের উপর সাবানের ফেনার মত যে ফেনা উঠে, সেই ফেনা রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিলে লাট খাওয়া বসন্ত অর্থাৎ বসিয়া যাওয়া বসন্ত পুনর্ব্বার শরীরের উপর ভাসিয়া উঠে।

(৭) এক তোলা মধু এক গেলাস ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া খাইলে বসন্তের দাহ নিবারিত হয়।

(৮) গুলঞ্চ, বাসক ছাল, পলতা, মুথা, দুরালভা নিমপাতা, চিরতা, কটকী, ক্ষেত পাপড়া একত্রে মিলিত দুই তোলা ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অপক্ক মসূরিকা (বসন্তের গুটী) শীঘ্র পাকিয়া উঠে এবং শুকাইয়া যায়।

(৯) উচ্ছে পাতার রস চার তোলা ও হরিদ্রা চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা একত্র মিশাইয়া সেবন করিলেও রোগীর মলভেদ হইয়া বিশেষ উপকার হয়।

(১০) খদির কাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা গুলঞ্চ ও বাসক ছাল ইহাদের ক্বাথ সেবনে বসন্ত আরোগ্য হয়।

(১১) দুই রতি মকরধ্বজ মধু দিয়া মাড়িয়া অর্দ্ধ তোলা উচ্ছে পাতার রস সহ খাইলে বসন্ত প্রশমিত হয়।

নিম্নের টোটকা কয়টি বসন্ত রোগের আক্রমণ নিবারণ করে

(১) যে ব্যক্তি নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা শীতল জল দ্বারা পেষণ করতঃ সেবন করে তাহার বসন্ত রোগ কখনও হয় না।

(২) মোচার রসে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া সেবন করিলে তাহার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় নাই।

(৩) টাটকা শ্বেত কণ্টকারীর মূল (শ্বেত কণ্টকারী যদি না পাওয়া যায় তবে যে কোন প্রকারের) এক আনা আড়াইটা গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া একবার মাত্র সেবন করিলে এক বৎসরের মধ্যে বসন্ত রোগ হয় না।

(৪) পুনর্ণবা মূল ও গোলমরিচ সমভাবে পেষণ করিয়া খাইলে কোনকালে বসন্ত হইতে পারে না।

(৫) স্ত্রীলোকদিগের বাম পার্শ্বে এবং পুরুষ-দিগের দক্ষিণ পার্শ্বে হরিতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত রোগ হয় না। বাহু বা কোমরে ধারণ করিতে হয়।

(৬) উচ্ছে পাতার রস এক তোলা ও হরিদ্রা চূর্ণ চারি আনা প্রত্যহ প্রাতে খাইলে বসন্ত হয় না।

কুটীর শিল্প প্রদর্শনী

মুর্শিদাবাদ জেলার কুটীর শিল্পের একটি প্রদর্শনী রাজ্যশিল্প অধিকারের উদ্যোগে কলিকাতায় খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রদর্শনীর জন্য মুর্শিদাবাদের সর্ব্ববিধ শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্প কার্য্যের কিছু নমুনা নগদ মূল্যে খরিদ করা হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ জেলা ডিষ্ট্রীক্ট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাইতে পারে। উক্ত অফিস রাণীর বাগান (বহরমপুর বাস ষ্ট্যাণ্ডের নিকট) অবস্থিত। —জেলা প্রচার সংস্থা

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় চাউল, দাইল, তরিতরকারী, তেল মসলা প্রভৃতির মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় শাক সব্জীর মূল্যও দ্বিগুণ হইয়াছে। সাধারণ গৃহস্থগণের দৈনন্দিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়াছে।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১০

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত
ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —
মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্,
সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইন
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলহস্ত সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত